ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল --- পবিত্রতা

আজ বাপদাদা নিজের পবিত্র বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ আত্মা কতখানি পবিত্র হয়েছে -- প্রত্যেকের চার্ট দেখছেন। ব্রাহ্মণদের বিশেষত্ব-ই হল পবিত্রতা । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পবিত্র আত্মা । পবিত্রতা কতখানি ধারণ হয়েছে , এই বিষয়টি পরীক্ষণের যন্ত্র-টি কি ? "পবিত্র হও", এই মন্ত্রটি সকলকে স্মরণ করাও কিন্তু শ্রীমত অনুসারে এই মন্ত্রের ধারণা নিজ জীবনে কতখানি করেছ ? জীবন অর্থাৎ সদাকাল। সর্বদা-ই জীবনে রয়েছ তো তাইনা ! সুতরাং জীবনে ধারণ করা অর্থাৎ পবিত্রতাকে সদাকালের জন্যে আপন করে নেওয়া । এই বিষয়টি পরীক্ষা করার যন্ত্র কি ? জানো ? সবাই জানো আর বলেও থাকো যে পবিত্রতা-ই হল সুখ-শান্তির জননী অর্থাৎ যেখানে পবিত্রতা বিদ্যমান থাকবে সেখানে সুখ-শান্তির অনুভুতি অবশ্যই হবে। এই আধারে নিজেকে চেক করো যে মনের সংকল্প গুলি যেন পবিত্র হয় , তার প্রমাণ হল - মনে সর্বদা-ই সুখ-স্বরূপ , শান্তি-স্বরূপ স্থিতির অনুভূতি হবে। যদি কখনও মনের ভেতরে ব্যর্থ সংকল্প আসে তখনই শান্তির পরিবর্তে অশান্তি অনুভব হয়। কেন ও কিভাবে এইরকম অনেক প্রশ্ন উঠলেই সুখ-স্বরূপ স্থিতির অনুভব হবেনা ফলে সর্বদা-ই বোঝা-পড়া করার আশা বাড়তেই থাকবে --- এইরকম হওয়া উচিত , এইরকম হওয়া উচিত নয় , এইটা কেমন, সেইটা অমন। এইরূপ বিভিন্ন বিষয় সুরাহা করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবে তাই যেখানে শান্তি নেই সেখানে সুখ-ও নেই। তাই সবসময় চেক করো যে কোনো রকমের বিভ্রান্তি সুখ-শান্তির প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন রূপ হয়না তো ! যদি কেন-কি ইত্যাদি প্রশ্নও রয়েছে তাহলেও সংকল্প শক্তিতে একাগ্রতা থাকবেনা। যেখানে একাগ্রতা নেই , সেখানে সুখ-শান্তির অনুভূতি হতে পারেনা। বর্তমান সময় অনুযায়ী ফরিস্তা-স্বরূপের সম্পন্ন স্টেজ বা বাবা সম স্বরূপ স্থিতির সমীপ আসছ , সেই রকম পবিত্রতার পরিভাষাও অতি সুক্ষ্ম জানবে। শুধুমাত্র ব্রহ্মচারী হওয়া সম্পূর্ণ পবিত্রতা নয় কিন্তু ব্রহ্মচারীর হওয়ার সাথে ব্রহ্মা আচার্যও চাই। শিব আচার্যও চাই অর্থাৎ যে ব্রহ্মাবাবার আচরণে চলে। ফুট স্টেপ অর্থাৎ পদ-চিহ্ন অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্ম রূপী কদমে কদম রেখে চলে যে আত্মারা , তাদেরকে বলা হয় ব্রহ্মা আচার্য । তাহলে এমন সুক্ষ্ম রূপে চেকিং করো যে সর্বদা পবিত্রতার প্রাপ্তি , সুখ-শান্তির অনুভূতি হচ্ছে ? সর্বদা সুখের শয্যায় শান্তি-স্বরূপ স্থিতিতে বিরাজিত থাকো ? এই হল ব্রহ্মা আচার্যের চিত্র।

সর্বদা সুখের শয্যায় শায়িত আত্মার জন্যে এই বিকারও ছত্রছায়া রূপে পরিণত হয়ে যায়। শত্রু পরিণত হয় সেবাধারী রূপে। নিজের চিত্র দেখেছ তো তাইনা ! সুতরাং শেষ-শয্যা নয় এই হল সুখ-শয্যা । সদা সুখী ও শান্তি-স্বরূপের প্রমাণ হল -- সর্বদা প্রফুল্লিত থাকা, খুশী থাকা। বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপ সর্বদা-ই খুশীতে পরিপূর্ণ থাকবে। কনফিউজ আত্মা কখনও হর্ষিত দেখা দেবেনা । সে সর্বদা-ই অপ্রাপ্তির চেহারায় দেখা দেবে আর সে সর্বদা-ই প্রাপ্তির চেহারায় হর্ষিত দেখা দেবে। যখন কোনো জিনিস হারিয়ে যায় তো অস্থিরতার প্রমাণ হয় -- কেন , কি , কিভাবে । এই রুহানী স্থিতিতেও যে পবিত্রতাকে হারায় , তার ভেতরেও কেন , কি ও কিভাবে ইত্যাদি জট বেঁধে যায়। তাহলে বুঝেছ কিভাবে চেক করতে হবে ! সুখ-শান্তির প্রাপ্তি স্বরূপের আধারে মনের পবিত্রতা চেক করো।

দ্বিতীয় কথা হল --- যদি তোমাদের মন দ্বারা অন্য আত্মাদের সুখ-শান্তির অনুভূতি না হয় অর্থাৎ পবিত্র সংকল্পের প্রভাব অন্য আত্মাদের কাছে না পৌঁছায় তাহলে তার কারণটি চেক করো। যদি কোনো আত্মার ক্ষুদ্র দুর্বলতা অর্থাৎ অশুদ্ধি নিজের সংকল্পে ধারণ হয় তাহলে সেই অশুদ্ধির ভাইব্রেশান অন্য আত্মাদের সুখ-শান্তির অনুভূতি হতে দেবেনা । হয়তো সেই আত্মার প্রতি ব্যর্থ বা অশুদ্ধ ভাব আছে অথবা নিজের মনের পবিত্রতার শক্তির পার্সেন্টেজে ঘাটতি রয়েছে । যেকারণে অন্যদের উপরে ঐ পবিত্রতার প্রাপ্তির প্রভাব পড়েনা। নিজের মধ্যেই রয়েছে , কিন্তু অন্যদের প্রভাবিত করেনা। লাইট আছে , কিন্তু সার্চলাইট নেই। তাই পবিত্রতার সম্পূর্ণতার পরিভাষা হল "সর্বদা নিজের মধ্যে সুখ-শান্তি স্বরূপ স্থিতি এবং অন্যদেরও সুখ-শান্তির প্রাপ্তির অনুভূতি করাতে সক্ষম ।" এমন পবিত্র আত্মা নিজের প্রাপ্তির আধারে অন্যদেরও সর্বদা সুখ-শান্তির , শীতল কিরণ দ্বারা ভরিয়ে দেবে। তাহলে বুঝলে সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থ কি ?

পবিত্রতার শক্তি এতটাই মহান যে নিজের পবিত্র মন অর্থাৎ শুদ্ধ বৃত্তি দ্বারা প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে দেয়। মনের পবিত্র শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল --- প্রকৃতিরও পরিবর্তন । স্ব-পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্তন । প্রকৃতির অগ্রে ব্যক্তি । তো ব্যক্তি পরিবর্তন এবং প্রকৃতি পরিবর্তন --- এতখানি প্রভাব আছে কি মনের পবিত্র শক্তির। আজ মনের পবিত্র শক্তির বিষয়ে স্পষ্ট বলা হল --- পরের বার বচনে এবং কর্মে অর্থাৎ সম্বন্ধে ও সম্পর্কে পবিত্রতার পরিভাষাটি হল কি , সেই বিষয়ে কথা হবে।

যদি পবিত্রতার পারসেন্টেজে ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা হয়ে যাও তবে ভবিষ্যতে কোন্ স্বরূপের প্রাপ্তি হবে ? যখন ১৬ কলা সম্পন্ন পবিত্রতা অর্থাৎ সম্পূর্ণতা নেই তখন সম্পূর্ণ সুখ-শান্তির সাধনের প্রাপ্তি কিভাবে হবে ! যুগ পরিবর্তিত হলে মহিমাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটি সতোপ্রধান অন্যটি সতো। যেমন সূর্যবংশী অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্টেজ, ১৬ কলা অর্থাৎ ফুল স্টেজ তেমনই প্রতিটি ধারণায় সম্পন্ন স্বরূপ অর্থাৎ ফুল স্টেজ প্রাপ্ত করাটা হল সূর্যবংশী হওয়ার প্রমাণ চিহ্ন । সুতরাং এই বিষয়েও সম্পূর্ণ হতে হবে , কখনও সুখের শয্যায় শায়িত কখনও বিভ্রান্তির শয্যায় শয়ন করলে সম্পন্ন বলা যাবেনা তাইনা ! কখনও বিন্দুর তিলক লাগাও , কখনও কেন -কি ইত্যাদি প্রশ্নের তিলক লাগাও । তিলকের অর্থ-ই হল স্মৃতি । সর্বদা তিন বিন্দুর তিলক লাগাও। তিন বিন্দুর তিলক হল সম্পন্ন স্বরূপ । লাগাতে পারো না নাকি ! লাগাও কিন্তু অ্যাটেনশন রূপী হাতটি নড়ে যায় । নিজের প্রতি উপহাস অনুভব হয় তাইনা ! লক্ষ্য যদি পাওয়ারফুল হয় তবে লক্ষণ সহজেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। পরিশ্রম করতেও হয়না। কমজোর থাকো বলেই পরিশ্রমও বেশী করতে হয়। শক্তি স্বরূপ হও তাহলেই পরিশ্রম সমাপ্ত হবে। আচ্ছা ।

সদা সফলতা আমাদের জন্মগত অধিকার , এই অধিকার প্রাপ্ত আত্মারা , সদা সম্পূর্ণ পবিত্রতা দ্বারা স্বয়ংকে এবং সর্বকে সুখ-শান্তির অনুভব করায় , অনুভূতি করার এবং করানোর যন্ত্র দ্বারা সদা পবিত্র হও -- এই মন্ত্র-টি কে জীবনে ধারণকারী, এমন সম্পূর্ণ পবিত্রতা , সুখ-শান্তির অনুভবে অবস্থানকারী , বাবা সম ফরিস্তা-স্বরূপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টির *সঙ্গে* :-

সর্বদা *রূহানী* *সৌরভে* *সুরভিত* *থাকে* *এমন* *সত্যিকারের* *রূহানী* *গোলাপ* :-

সব বাচ্চারাই সর্বদা রূহানী নেশায় স্থির হয়ে থাকে এমন সত্যিকারের গোলাপ হয়েছে কি ? যেমন রূহে-গোলাপের নামটা বিখ্যাত, তেমনই তোমরা অর্থাৎ সব আত্মারা হলে রূহানী গোলাপ । রূহানী গোলাপ অর্থাৎ যারা চারিদিকে রূহানীয়তের সৌরভ অর্থাৎ আত্মিক সৌরভ ছড়িয়ে দেয়। নিজেকে এমন রূহানী গোলাপ ভাবো কি ? সর্বদা আত্মার দর্শন ক'রে আর আত্মার মালিকের সঙ্গে রূহ-রিহান (কথোপকথন) ক'রে , এই হল রূহানী গোলাপের বিশেষত্ব । সর্বদা শরীরকে দেখে আত্মার দর্শন করার পাঠ পাকা হয়েছে তো ! এই আত্মাকে দেখার অভ্যাসী রূহানী গোলাপ হয়েছে। বাবার বাগানের বিশেষ পুষ্প হয়েছ কারণ সবচেয়ে নম্বরওয়ান রূহানী গোলাপ হয়েছ । সর্বদা একের স্মরণে স্থিত থাকা অর্থাৎ একনম্বরে আসা , সর্বদা এই লক্ষ্য রাখো।

(দিদি জি - দিল্লির মেলার ওপেনিঙে যাওয়ার ছুটি নিচ্ছেন)

সবাইকে ওড়াতে যাচ্ছ তাইনা ! স্মরণে , স্নেহে , সহযোগে সব বিষয়ে ওড়াতে যাচ্ছ । ড্রামাতে এইরূপ বাইপ্লট আছে। তবেতো ভালই , আত্মা -ই প্লেন হয়ে গেল। যেমন প্লেনে আসা যাওয়া মুসকিল নয় তেমনই আত্মা নিজেই উড়ন্ত পাখি হয়ে গেল ফলে আসা যাওয়া সহজ হয়ে গেল। ড্রামাতে এওতো হল হিরো পার্ট - কম সময়ে বেশী অনুভব করানোর। তো এই হিরো পার্ট প্লে করতে যাচ্ছ । আচ্ছা -- সবাইকে স্মরণ স্নেহ দিও আর সর্বদা সফলতা স্বরূপের শুভ সংকল্প রেখে এগিয়ে চলো - এইরকম স্মৃতি স্বরূপ করে এসো। আওয়াজ তবুও দিল্লি থেকেই আসবে। সবার মাইক দিল্লিতে পৌঁছাবে। যখন গভর্নমেন্টের আওয়াজ শোনা যাবে তখন সমাপ্তি হবে। তখন ভারতের নেতারাও জাগবে। সেই তৈয়ারী করতেই যাচ্ছ তাইনা ।

অব্যক্ত *মুরলী* *থেকে* (*প্রশ্ন-উত্তর*)

প্রশ্ন :- নিজের বা অন্য আত্মাদের সংকল্প গুলিকে জাজ করতে পারে এমন জাস্টিস কারা হয় ?

উত্তর :- যাদের বুদ্ধির কাঁটা একাগ্র হয় , কোনোরকম অস্থিরতা নেই , নির্বিকল্প স্টেজ ও স্থিতি হয় , যাদের বোল এবং কর্মে , প্রেম (Love) এবং নিয়মের (law), স্নেহ এবং শক্তির ব্যালেন্স থাকে তো এমন জাস্টিস যথার্থ জাজমেন্ট দিতে পারে, এমন আত্মা সহজেই যেকোনো আত্মাকে পরখ করতে পারে।

প্রশ্ন : - লৌকিক জাস্টিস এবং রূহানী জাস্টিস অর্থাৎ তোমাদের দায়িত্ব কি?

উত্তর :- লৌকিক জজসাহেব যদি ভুল জাজমেন্ট দেন তবে কোনো আত্মার একটি জন্ম বা কিছুটা সময় ব্যর্থ হয়ে যাবে। অনেক রকমের ক্ষয় ক্ষতির নিমিত্ত হতে পারেন কিন্তু তোমরা হলে রূহানী জাস্টিস যদি কোনো আত্মাকে পরখ না করতে পারো তবে তার বহু জন্মের দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত হয়ে যাবে !

প্রশ্ন :- কোন মুখ্য ধারণার আধারে বুদ্ধি রূপী কাঁটা একাগ্র থাকতে পারে ?

উত্তর :- যে স্বয়ং ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা স্বরূপ স্থিতিতে স্থির হবে তাদের বুদ্ধির কাঁটা একাগ্র হবে , সে-ই যে কোনো আত্মার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। তাদের সামনে যেকোনো প্রকারের তৃষ্ণার্ত কাতর আত্মাই আসুক না কেন সেই আত্মাদের প্রাপ্তির ইচ্ছাকে পরখ করে তাদের ভরপুর করে দেবে। এমন একাগ্র বুদ্ধির অধিকারী আত্মারাই যথার্থ বা সম্পূর্ণ জাজমেন্ট দিতে পারে।

প্রশ্ন :- ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যার স্টেজ কখন থাকবে ?
উত্তর :- যখন আত্মা স্বয়ং যুক্তি- যুক্ত সম্পন্ন , নলেজফুল এবং সর্বদা সাক্সেসফুল অর্থাৎ সফলতামূর্ত হবে। সম্পন্ন হওয়ার পর-ই ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যার স্টেজ আসে , তখন অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু থাকেনা। এমন স্টেজ -কেই কর্মাতীত অথবা ফরিস্তা-স্বরূপ স্টেজ বলা হয়। এমন স্থিতিতে অবস্থানকারী প্রত্যেকটি আত্মাকে যথার্থ ভাবে পরখ করতে পারে এবং অন্যদের প্রাপ্তি করাতে পারে।

প্রশ্ন :- কোন্ চারটি মুখ্য সম্বন্ধের আধারে ৪টি ধারণা বা ৪টি শ্লোগান সামনে আনো যার দ্বারা সহজ সম্পন্ন হয়ে যাবে ?

উত্তর :- ১. পিতা ২. শিক্ষক ৩. সদ্গুরু ৪. প্রিয়তম । এই চারটি সম্বন্ধের আধারে মুখ্য চারটি ধারণা রয়েছে । প্রথমতঃ পিতার সম্বন্ধে - অনুকরণকারী । দ্বিতীয়ত শিক্ষকের সম্বন্ধে - সততাপরায়ণ অর্থাৎ অনেস্ট । তৃতীয়ত গুরুর সম্বন্ধে আজ্ঞাকারী এবং চতুর্থ প্রিয়তমের সম্বন্ধে বিশ্বাসী । এর সাথে চারটি শ্লোগানও যদি স্মরণে থাকে যে --- পিতার সম্বন্ধে শ্লোগান হল ' সান সোজ ফাদার ' অর্থাৎ পুত্র পিতাকে অনুকরণ করে প্রত্যক্ষ ক'রে । শিক্ষকের রূপে শ্লোগান হল যতদিন জীবন থাকবে পড়াশোনা নিরন্তর চলবে। গুরুর সম্বন্ধে শ্লোগান হল --- যেখানে যেমন বসাবে, যেভাবে যেমন শোনাবে , যেমন চালাবে যেমন শোয়াবে ..... এবং প্রিয়তমের সম্বন্ধে শ্লোগান হল -- তোমারই সঙ্গে উঠি , বসি , খাই , প্রতিটি শ্বাসে সঙ্গে থাকি। এইসব কথাগুলো নিজের সামনে রেখে নিজের পুরুষার্থকে চেক করো তাহলেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। আচ্ছা । ওমশান্তি ।

*বরদানঃ- সাধন গুলির উপর নির্ভরশীল না থেকে নিমিত্ত ভাবে কাজে ব্যবহার ক'রে এমন সাক্ষী-দ্রষ্টা হও (ভব)।

ব্যাখ্যা :- অনেক বাচ্চারা (আত্মারা) একটানা চলতে চলতে বীজকে ছেড়ে শাখা-প্রশাখার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে , কেউ আত্মাকে অবলম্বন করে নেয় আর কেউ সাধনকে , কারণ বীজের রূপ-রঙ আকর্ষণীয় হয়না কিন্তু শাখা-প্রশাখার রঙ-রূপ শোভনীয় হয়। মায়া বুদ্ধির এমন পরিবর্তন ঘটায় যে মিথ্যে অবলম্বন গুলি সাচ্চা অনুভব হয়। সেইজন্য এখন সাকার স্বরূপে বাবার সঙ্গ এবং সাক্ষী-দ্রষ্টা স্থিতির অনুভব বাড়াও , সাধন গুলিকে অবলম্বন না করে নিমিত্ত মাত্র কাজে ব্যবহার করো।

স্লোগানঃ- রূহানী গরিমায় স্থিত থাকলে অভিমানের অনুভূতি হবে না ।